ভোরের কাগজ

তারিখ MAR 15 1999
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

প্রশাসনে জনপ্রতিনিধিদের অবস্থান সর্বাগ্রে

সরকারের একার পক্ষে সংস্কার সম্ভব নয়

প্রশাসনিক সংস্কারবিষয়ক আন্তর্জাতিক সেমিনারে প্রধানমন্ত্রী

কাগজ প্রতিবেদক : প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন এবং দারিদ্র্য বিমোচন ত্বরান্বিত করতে প্রশাসন সংস্কারের কোনো বিকল্প নেই। তিনি বলেন, প্রশাসনে জনপ্রতিনিধিদের অবস্থান সর্বাগ্রে। তাই প্রশাসনের ওপর জাতীয় সংসদের তদারকি জোরদার করা দরকার। এ লক্ষ্যে তার সরকার প্রশাসন সংস্কারে বদ্ধ পরিকর।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'সংস্কার একটি দীর্ঘ ও জটিল প্রক্রিয়া, কেবল সরকারের পক্ষে একা এ কাজ করা সম্ভব নয়। সকল রাজনৈতিক দল, গণমাধ্যম, বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা, লেখক বুদ্ধিজীবীসহ সিভিল সোসাইটির এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।' তিনি আশা প্রকাশ করেন, সংশ্লিষ্ট সবাই এই ভূমিকা পালনে এগিয়ে আসবেন, কারণ সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়নের পূর্বশর্ত হচ্ছে জনসমর্থন ও জাতীয় ঐকমত্য।

সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) ও বাংলাদেশ উন্নয়ন পরিষদের (বিইউপি) সহায়তায় জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন আয়োজিত 'বাংলাদেশের উন্নয়নে প্রশাসনিক সংস্কার' শীর্ষক আন্তর্জাতিক সেমিনারের উদ্বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী এ কথা বলেন। গতকাল রোববার সকালে সোনারগাঁও হোটেলে তিনদিনব্যাপী এ সেমিনার শুরু হয়।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গতকাল রোববার ঢাকায় এক হোটেলে জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন আয়োজিত আন্তর্জাতিক সেমিনারে ভাষণ দেন —পিআইডি

জন প্রশাসন সংস্কার কমিশনের চেয়ারম্যান এ টি এম শামসুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সেমিনারের উদ্বোধনী অধিবেশনে সিপিডির নির্বাহী চেয়ারম্যান প্রফেসর রেহমান সোবহান, বিইউপির চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জামান আহমেদ এবং বাংলাদেশে ইউএনডিপির আবাসিক প্রতিনিধি ডেভিড লকউড বক্তব্য রাখেন।

শেখ হাসিনা বলেন, আমরা বিশ্বাস করি প্রশাসনের সর্বস্তরে জনপ্রতিনিধিরাই মুখ্য ভূমিকা পালন করবেন। তাদের নির্দেশনায় প্রজাতন্ত্রের কর্মচারিরা সরকারের সকল কর্মসূচি বাস্তবায়ন করবে। তিনি বলেন, প্রশাসনের ওপর জনপ্রতিনিধিদের বা জাতীয় সংসদের তদারকি জোরদার করা দরকার।

● এরপর -পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

প্রশাসনে জনপ্রতিনিধিদের অবস্থান

● প্রথম পাতার পর

সত্যিকার জনপ্রশাসন গড়তে জাতীয় সংসদকে অত্যন্ত কার্যকর ও শক্তিশালী করতে হবে। প্রধানমন্ত্রী আরো বলেন, অর্থবহ জনপ্রশাসন ব্যবস্থার জন্য সর্বাগ্রে গণতন্ত্রের ভিতকে শক্তিশালী করা দরকার। এ প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী তত্ত্বাবধায়ক সরকার, ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌর নির্বাচনের উদাহরণ দিয়ে বলেন, এর ফলে সমাজে এক অভূতপূর্ব জাগরণ ঘটেছে।

তার কাছে দাখিল করা কমিশনের ১৬ দফা সুপারিশের বিবরণ দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাস্তবায়নযোগ্য সকল সুপারিশ কার্যকর করার পদক্ষেপ নেওয়া হবে। প্রশাসনকে জনগণের দোরগোড়ায় নিয়ে যাওয়াই আমাদের লক্ষ্য। সর্বোচ্চ থেকে সর্বনিম্ন পর্যন্ত আমাদের অঙ্গীকার হোক জনসেবার জন্য প্রশাসন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রফেসর রেহমান সোবহান বলেন, '৭৩ থেকে এ পর্যন্ত প্রশাসন সংস্কারের জন্য ১৮টি কমিশন হয়েছে। কিন্তু তার একটিও ফলপ্রসূ কোনো অবদান রাখতে পারেনি। তিনি বলেন, এখন বিষয়টি অনুধাবন করা দরকার যে কেন বিগত কমিশনগুলো সফল হয়নি। তিনি বলেন, আমলা ও রাজনীতিকরা পরস্পরকে দোষারোপ করছেন। সরকার হয়ত প্রশাসন সংস্কারে আন্তরিক, কিন্তু প্রশাসনযন্ত্র সঠিকভাবে সাড়া দেয় না।

রেহমান সোবহান আরো বলেন, আমলাতন্ত্র বিভিন্ন সরকারের আমলে সরকারি দলের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে। সরকার বদল হলে তারা আনুগত্যও বদল করে। এই অবস্থায় প্রশাসন সংস্কার করতে হলে রাজনৈতিক দল ও নেতৃত্বকেই এই দায়িত্ব নিতে হবে।

ইউএনডিপির আবাসিক প্রতিনিধি ডেভিড লকউড বলেন, '৯১ সালে বাংলাদেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। বিগত ইউনিয়ন পরিষদ ও সাম্প্রতিক পৌর নির্বাচনে স্থানীয় পর্যায়ে জনগণের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত হয়েছে। তিনি বলেন, প্রশাসন সংস্কারের ব্যাপারে জাতিসংঘসহ বিভিন্ন দাতা সংস্থা ও দেশ বাংলাদেশকে সাহায্য করতে চায়, কারণ এর ফলে তাদের সাহায্যের অর্থের কার্যকর ব্যবহার হবে বলে তারা মনে করে। তিনি বলেন, প্রশাসন সংস্কার করা না হলে দাতাদের সব প্রচেষ্টা বিফলে যাবে।

ডেভিড লকউড আরো বলেন, গত এক দশকে বাংলাদেশে প্রিন্ট মিডিয়ার ক্ষেত্রে (বাংলা ও ইংরেজি সংবাদপত্র) ব্যাপক উন্নতি হয়েছে। এখন ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার (বেতার-টিভি) স্বাধীনতা দরকার। সাংবিধানিক পদ ন্যায়পাল নিয়োগও আইনের শাসন ও স্বচ্ছ প্রশাসনের জন্য অত্যাবশ্যক।

জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের চেয়ারম্যান এ টি এম শামসুল হক বলেন, অন্যান্য সংস্কারের মতো প্রশাসন সংস্কারেও দরকার স্বপ্ন, অঙ্গীকার এবং সে অনুযায়ী কাজে নেমে পড়া। তিনি বলেন, জাতির জনকের সোনার বাংলার স্বপ্ন এবং প্রশাসন সংস্কারে বর্তমান সরকারের অঙ্গীকার ইতিমধ্যেই বিদ্যমান। এখন এই স্বপ্ন ও অঙ্গীকার বাস্তবায়নে আমাদেরকে জোরের সঙ্গে কাজে নেমে পড়তে হবে।

এর আগে বিইউপি চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জামান তার স্বাগত ভাষণে এই সেমিনারের বিভিন্ন দিকের বর্ণনা দিয়ে বলেন, জাতীয় উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রশাসনকে এগিয়ে নেওয়ার উপায় নির্ধারণই এ সেমিনারের লক্ষ্য।

উদ্বোধনী অধিবেশনের পর গতকাল সেমিনারের দুটি কর্ম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। পানি সম্পদমন্ত্রী আব্দুর রাজ্জাকের সভাপতিত্বে প্রথম অধিবেশনে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বি ইউপি চেয়ারম্যান কাজী খলীকুজ্জামান। মূল আলোচক ছিলেন কমনওয়েলথ সচিবালয়ের উপদেষ্টা স্যার কেনেথ স্টৌ।

আলোচনাকালে পানি সম্পদমন্ত্রী বলেন, রাজনীতিবিদ আমলাদের জনগণকে সেবার মানসিকতা নিয়ে কাজ করতে হবে। মন্ত্রী ও সচিবদের দক্ষতার সঙ্গে সামগ্রিক প্রশাসনের কাজ তদারক করতে হবে। স্যার কেনেথ স্টৌ বলেন, নির্বাচিত ও নিযুক্ত কর্মকর্তাদের মধ্যে সম্পর্ক হওয়া উচিত অংশগ্রহণমূলক ও অংশীদারিত্বপূর্ণ।

দ্বিতীয় কর্ম অধিবেশনে বিরোধীদলীয় উপনেতা অধ্যাপক বদরুদ্দোজা চৌধুরীর সভাপতিত্বে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন জন প্রশাসন সংস্কার কমিশনের সদস্য আমিনুল ইসলাম।

অধ্যাপক বদরুদ্দোজা চৌধুরী তার আলোচনায় বলেন, আমাদের দেশের সাধারণ জনগণ অশিক্ষিত হওয়ায় রাজনীতিবিদ এবং আমলা উভয়পক্ষ থেকেই তারা প্রতারিত হচ্ছে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ধারার সমালোচনা করে বলেন, আমাদের মূল রাজনীতি এক ব্যক্তি নির্ভর। ক্ষমতায় যাওয়ার পর রাজনৈতিক দলগুলো বিরোধী দলকে অবহেলা করে বলে প্রশাসন সরকারি দলের আনুগত্য লাভের চেষ্টায় ব্যস্ত থাকে।

বি. চৌধুরী বলেন, প্রশাসন সংস্কারের ব্যাপারে রাজনৈতিক ঐকমত্য খুব জরুরি।

কিন্তু আমাদের দেশে ক্ষমতাসীন দল ক্ষমতায় টিকে থাকা আর বিরোধী দল ক্ষমতায় যাওয়ার চেষ্টায় রত থাকে বলে ঐকমত্য হয় না। ফলে সংস্কার বাধাগ্রস্ত হয়। তিনি কালো আইন বাতিল, বিচার বিভাগকে প্রশাসন থেকে আলাদা করা, রাজনীতি ও প্রশাসনে স্বচ্ছতা স্থাপন এবং সংসদীয় কমিটিগুলোর ক্ষমতা বৃদ্ধির প্রস্তাব করেন।